গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

বিগত পাঁচ বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর) সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা প্রভৃতি খাতে বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে দেশে গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও উড়াল সেতু নির্মাণ এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহঃ

বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের জন্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মোট কমিটমেন্ট এর পরিমাণ ২২.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে অনুদান ও ঋণ এর পরিমান যথাক্রমে ৩.৬২৫ ও ১৮.৮৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ পাঁচটি অর্থবছরে কমিটমেন্টের বার্ষিক গড় হার ৪.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে অর্থাৎ ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ডিসবার্সমেন্ট এর পরিমান ১১.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ পাঁচটি অর্থবছরে ডিসবার্সমেন্টের বার্ষিক গড় হার ২.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ছাড়কৃত (ডিসবার্সড) বৈদেশিক সহায়তার মধ্যে ঋণ ও অনুদানের পরিমান যথাক্রমে ৩.২৫ ও ৭.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নিম্নের সারণি-০১ এ ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বছরওয়ারী বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট উপস্থাপন করা হলোঃ

অর্থবছর	অর্জিত কমিটমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			ডিসবার্সমেন্ট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
২০০৯-১০	৫৫৫.১৪৭	২৪২৮.৫৩০	২৯৮৩.৬৭৭	৬৩৯.১৭১	১৫৮৮.৬০৩	২২২৭.৭৭৪
২০১০-১১	৬৩০.৪৬০	৫৩৩৮.১৬৬	৫৯৬৮.৬২	৭৪৫.১০০	১০৩১.৬৪২	১৭৭৬.৭৪২
২০১১-১২	১৪৪১.৩৭	৩৩২৩.১৫	৪৭৬৪.৫২	৫৮৭.৯৯	১৫৩৮.৪৮	২১২৬.৪৭
২০১২-১৩	৫৫৪.৫৩০	৫৩০০.০৭৭	৫৮৫৪.৬০৭	৭২৬.২৭৪	২০৮৪.৭২৬	২৮১১.০০
২০১৩-১৪ (মার্চ পর্যন্ত)	৪৪৪.১৯	২৪৫৯.৭০	২৯০৩.৮৯	৫৫৬.৯৬	১৬১৪.৪৫	২১৭১.৪১০

মোট ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ (মার্চ ২০১৪)	৩৬২৫.৬৯৭	১৮৮৪৯.৬২৩	২২৪৭৫.৩১৪	৩২৫৫.৪৯৫	৭৮৫৭.৯০১	১১১১৩.৩৯৬

সারণি-০১: বিগত সরকারের সময়ে অর্থবছর ভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট এর চিত্র। (সূত্রঃ ফাবা, ইআরডি)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং বৈদেশিক সাহায্যঃ

সাম্প্রতিক সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো এডিপির উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার ৬৩৭০৫.২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য হিসাবে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ২১২০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৪২৫০৫.২৩ কোটি টাকা। বিগত পাঁচটি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য হতে অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র **লেখচিত্র-০১** এ দেখা যেতে পারে।

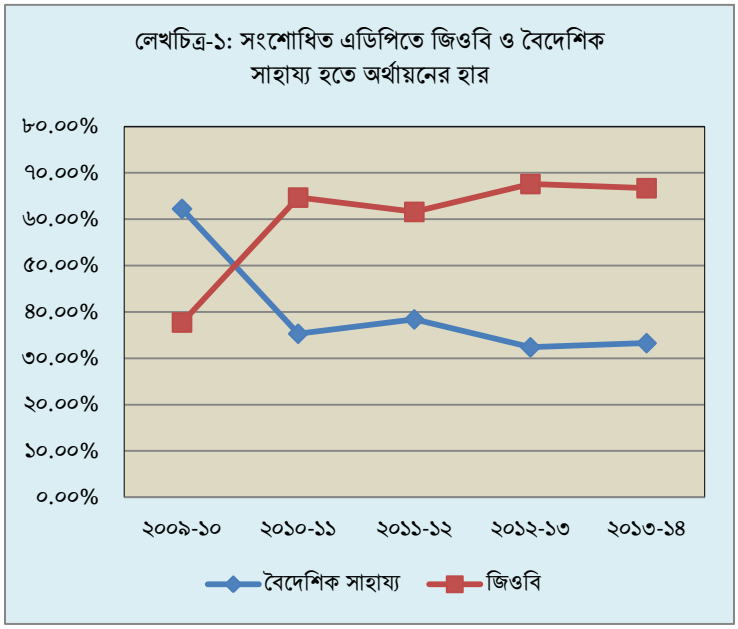

প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগঃ

এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উইং প্রধান পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রি-পক্ষীয় পোর্টফলিও সভা করা হচ্ছে। তাছাড়া সর্বাধিক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব পর্যায়ে দ্বি-বার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক সভা করে থাকে। এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত ও তা দূরীকরণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে **Fast Track Project Monitoring Committee** গঠন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কমিটির প্রথম সভায় পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, এমআরটি প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্পসমূহকে প্রাথমিকভাবে **Fast Track** প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করাসহ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। এ কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা এবং প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে কর্মপন্থা সুপারিশের জন্য দু'টি কমিটি গঠন করে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এ সকল উদ্যোগে এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহারের হার বিগত সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ **(IMED)** প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী **লেখচিত্র-০২** এ প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তথ্য উপস্থাপন করা হল।

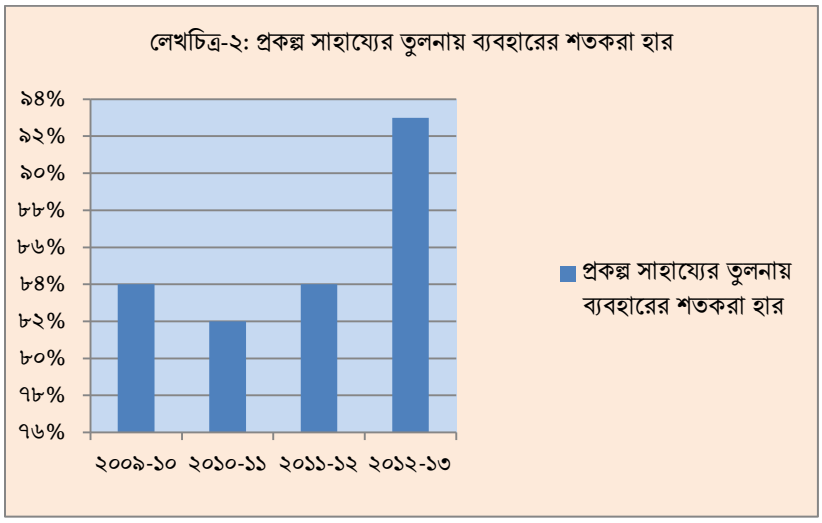

উপরের লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারের পরিমাণ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের খাতভিত্তিক বিবরণী:

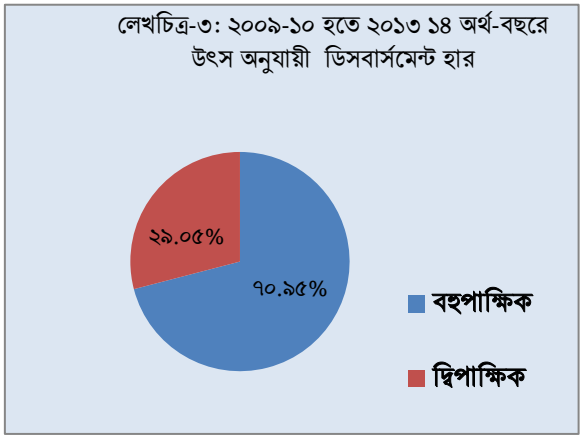

বিশ্বের বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক (Bi-lateral) এবং বহু-পাক্ষিক (Multi-lateral) উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য আহরণ করে থাকে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আইডিবি প্রভৃতি বহু-পাক্ষিক এবং জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, নরডিক দেশসমূহ প্রভৃতি দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীগণ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচটি বছরে যে সকল উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে তার তথ্য অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী জাপান এর নিকট হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ১১৫৯.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) হতে সর্বোচ্চ ৩১৬৫.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার সিংহভাগ

বহুপাক্ষিক সংস্থা হতে পাওয়া গেছে। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের হার **লেখচিত্র-০৩** এ দেখা যেতে পারে।

ডিসবার্সমেন্ট অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্ত প্রথম ১০টি খাতের মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে জনপ্রশাসন। এ খাতে ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৪৮৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প সাহায্য পাওয়া গেছে। অন্য তিনটি সর্বোচ্চ প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্ত খাত হচ্ছে যথাক্রমে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ খাত (১৬২৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার); শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক খাত (১১৯৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার); স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাত (৮৯৮.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বর্তমান সরকারের পাঁচ বছরে প্রকল্প সাহায্যের খাতওয়ারী অর্জন **লেখচিত্র-০৪** এ দেখানো হল।

লেখচিত্র-৪: প্রকল্প সাহায্যের খাতওয়ারী অর্জন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

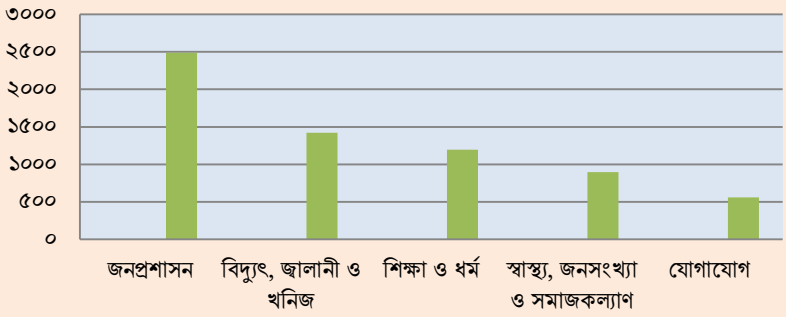

বিগত পাঁচ বছরে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের খাতভিত্তিক প্রকল্প সাহায্য সংগ্রহের একটি বিবরণ নিম্নে দেখানো হলঃ

ক্র: নং	কর্মকান্ডের বিষয় (খাতওয়ারী)	পরিমাণগত		গুণগত (লক্ষ্য)
		প্রকল্পের সংখ্যা (ঋণ/ অনুদান চুক্তির সংখ্যা)	ঋণের/ অনুদানের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১.	জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি খাত	৩৬ টি	৪১৯৮.১১১	বিদ্যুৎ খাতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: হরিপুর, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ৩৬০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ভেড়ামারায় ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ। জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামের শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন বৃদ্ধি। ভারতের সাথে বৈদ্যুতিক গ্রীড সংযোজন। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনের ৩,৪,৫ নম্বর ইউনিট ওভারহলিং করে আগামী ১৫ থেকে ২০ বছর অব্যাহতভাবে বিদ্যুৎ

ক্র: নং	কর্মকাণ্ডের বিষয় (খাতওয়ারী)	পরিমাণগত		গুণগত (লক্ষ্য)
		প্রকল্পের সংখ্যা (ঋণ/ অনুদান চুক্তির সংখ্যা)	ঋণের/ অনুদানের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				উৎপাদন নিশ্চিতকরণ। ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন।
০২.	সড়ক, পরিবহন ও যোগাযোগ খাত	৩৮টি	২৮৭০.২৯৩	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সমন্বিত সড়ক নেটওয়ার্ক জোরদার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উন্নত পূর্বাঞ্চলের সংযোগ সাধন করা। দেশের পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে পুরাতন ও সংকীর্ণ ৬৮টি সেতু পুন:নির্মাণ। ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন আন্তঃজেলা যোগাযোগের ক্ষেত্রে যানবাহনের (বাস) সংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের দুর্ভোগ হ্রাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন। বাংলাদেশের নদী পথে চলাচলকারী দূর্ঘটনাকবলিত নৌযানসমূহের দ্রুত উদ্ধার, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দু'টি অত্যাধুনিক উদ্ধারকারী নৌযান ক্রয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ১১টি স্টেশনের বর্তমানে বিদ্যমান পুরাতন সিগন্যালিং সিস্টেম প্রতিস্থাপন এবং আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম প্রর্বতনের মাধ্যমে রেলওয়ের সেবার মান উন্নতকরণ।
০৩.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন খাত	৭০ টি	৬১৬৪.৯৮	গ্রামীণ অবকাঠামো যথা: রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট, বাজার ও গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। জনগণের অংশগ্রহণে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট আকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন, আন্তঃ সরকার অর্থ স্থানান্তর (Intergovernmental Fiscal Transfer) পদ্ধতি অনুসরণ করে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে দক্ষ, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
০৪.	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবারহ ও গৃহায়ন	০৮ টি	১০৯১.৫০৮	বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যানজট নিরসন এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরে যান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন, খুলনা শহরের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য সুপেয় পানি সরবরহের ব্যবস্থাকরণ। রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ এবং পয়ঃনিষ্কাশন খাতের উন্নয়ন সাধন।
০৫.	শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক খাত	১৪টি	১০৮৩.২৮৭	বাংলাদেশ ব্যাংক এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ও

ক্র: নং	কর্মকাণ্ডের বিষয় (খাতওয়ারী)	পরিমাণগত		গুণগত (লক্ষ্য)
		প্রকল্পের সংখ্যা (ঋণ/ অনুদান চুক্তির সংখ্যা)	ঋণের/ অনুদানের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				বিনিয়োগমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রকল্পে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা। তাছাড়া, জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটির দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।
০৬.	স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক খাত	৭০ টি	৩৪৯২.৮৪৫	বাংলাদেশের সকল নাগরিককে মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত স্বাস্থ্য সেক্টর কর্মসূচি সম্পর্কিত এমডিজি অর্জন ত্বরান্বিত করা। প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। প্রতি বছর জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান।
০৭.	পরিবেশ, বন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাত	২১ টি	১০০২.৬	ঢাকা মহানগরীর কঠিন বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে ব্যবস্থাপনের জন্য ওয়ার্কসপ নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং বর্জ্য সংগ্রহের জন্য যানবাহন ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, যেমন- কৃষি পুনর্বাসন; বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ ও পুনর্বাসন; উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্বাসন; দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম; জরুরি ত্রাণ সহায়তা ইত্যাদি। দেশের ৯টি শহরের পানি নিষ্কাশন এবং নাগরিক সুবিধাসহ সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঐ শহরগুলোতে বন্যামুক্ত বসবাসোপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রমকে দ্রুততম করা, ইট প্রস্তুতকরণ শিল্পে kiln efficiency এর উন্নয়ন।
০৮.	কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক খাত	১০টি	৫৫৩.৩৬	ঝুঁকিমুক্ত দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ খাদ্যশস্য সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, গুদাম ঘাটতি ও হ্যান্ডলিং ঘাটতি হ্রাসের মাধ্যমে খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ (বাফার ষ্টক)। কৃষি-প্রতিবেশগতভাবে প্রতিকূলতাসম্পন্ন অনগ্রসর অঞ্চলগুলোর সার্বিক কৃষির (ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।

ক্র: নং	কর্মকাণ্ডের বিষয় (খাতওয়ারী)	পরিমাণগত		গুণগত (লক্ষ্য)
		প্রকল্পের সংখ্যা (ঋণ/ অনুদান চুক্তির সংখ্যা)	ঋণের/ অনুদানের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০৯.	মানবসম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন খাত	০১ টি	৩২.৭৮	দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে নতুনভাবে জেগে উঠা উপকূলীয় চরে বসবাসরত মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ, উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করা। বাংলাদেশের মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিবিষয়ক প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।
১০.	সমাজকল্যাণ, মহিলা ও যুব উন্নয়ন বিষয়ক খাত	২৫টি	৩৫৮.৯৫	মা ও শিশু মৃত্যুর হার রোধ,প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, শিশুর বিকাশ, নিরাপদ ও সুস্থ জীবনধারণের নিশ্চয়তা প্রদান। মজ্ঞা এলাকার নারীদের গার্মেন্টস সংশ্লিষ্ট কাজ এবং নাগরিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা, ঈশ্বরদি এবং কর্ণফুলি ইপিজেড এলাকায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
১১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত	১০টি	৫১৭.২৭৯	২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি নিরাপদ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে “Identification System for Enhancing Access to Services (IDEA)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরমঞ্জামাদি সরবরাহ, প্রশিক্ষণ ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং বর্তমানে 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা, টেলিকম শিল্পে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে নতুন গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরসমূহকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা, যা সরকারের “ভিশন ২০২১” বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হবে।
১২.	শ্রম ও জনশক্তি খাত	০৭	৯২.৩	লিবিয়া থেকে প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনর্বাসনকল্পে ৩৫,৯০০ জন শ্রমিক চিহ্নিতকরণ এবং তাদের প্রত্যেককে ৫০,০০০

ক্র: নং	কর্মকাণ্ডের বিষয় (খাতওয়ারী)	পরিমাণগত		গুণগত (লক্ষ্য)
		প্রকল্পের সংখ্যা (ঋণ/ অনুদান চুক্তির সংখ্যা)	ঋণের/ অনুদানের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। অধিক অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী। তৈরী পোষাক চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ, জুতা ও চামড়া শিল্প খাতের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠাণে আন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিতকরণ। আর্থ-সামাজিক ও আইনগত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী ও শিশুপাচার রোধ। অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনে উন্নত তথ্য ও সহযোগিতা সেবা প্রদান।
১৩.	বিচার বিভাগ ও সংসদ বিষয়ক খাত	০৩ টি	৮.০০	মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনকল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় গড়ে তোলা। সংসদীয় ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ।
১৪.	মানবাধিকার, সুশাসন ও পুলিশ বিষয়ক খাত	০৩ টি	৪২.৭২	জনগণের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবন ধারনের সহায়তা প্রদান।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক সহায়তা অপরিহার্য। বিগত পাঁচ বছরে সরকারের অগ্রাধিকার খাতসমমূহ যথাঃ সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি,ভৌত অবকাঠামো প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত বৈদেশিক সহায়তা এসেছে যার ফলাফল ইতোমধ্যে জনগণ পেতে শুরু করেছে । জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও গণ-চাহিদামুখী প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্প সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈদেশিক সহায়তা বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।